যুগান্তর

তারিখ ... 25 JAN 2014
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ...

র এসএসসি '১৫ সালে দ্বাদশ শ্রেণী

আগামী বছর শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন • সব ধারায় অভিন্ন পাঠ্যপুস্তক • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক • স্থায়ী শিক্ষা কমিশন এবারই

মুসতাক আহমদ

দ্বাদশ শ্রেণীতে প্রথমবারের মতো 'এসএসসি পরীক্ষা' হবে ২০১৫ সালে। একই বছর পঞ্চম শ্রেণীতে হবে মধ্যবর্তী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী বা পঞ্চম শ্রেণী সমাপনী পরীক্ষা। তবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত যে প্রাথমিক শিক্ষা তার 'সমাপনী পরীক্ষা'টি হবে ২০১৮ সালে। আর ২০১৩ সালে হবে 'মধ্যবর্তী এসএসসি' বা 'দশম শ্রেণী সমাপনী পরীক্ষা'। এভাবেই বাংলাদেশের শিক্ষা প্রবেশ করবে দ্বিস্তরবিশিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থায়। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে আগামী বছরই সব ধারায় অভিন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রদান করবে সরকার। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, সরকার এ বছর 'জাতীয় শিক্ষানীতি' বাস্তবায়ন করতে পারছে না। আগামী বছর তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিগগিরই সংসদে শিক্ষানীতি পাস করার প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

২০১০ সালেই নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের কথা ছিল। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ একাধিকবার এ বিষয়টি ঘোষণাও করেন। কিন্তু নানা কারণে শিক্ষানীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া এখনও সম্পন্ন হয়নি। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, শিক্ষানীতিকে সার্বজনীন রূপ দেয়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে তার (শিক্ষানীতি) খসড়া ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। বারবার সময় বাড়িয়ে গ্রহণ করা হয় মতামত। এমনকি মতামত জানানোর সময় শেষ হওয়ার পরও অনানুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল ও সংঘের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশ বিবেচনায় নেয়া হয়। সূত্র জানায়, সর্বসাধারণের কাছ থেকে সরকার কেবল ই-মেইলেই পেয়েছে ৫ সহস্রাধিক মতামত। এ ছাড়া ডাকযোগে, সরাসরি, ফ্যাক্সসহ বিভিন্নভাবে আরও সাড়ে ৩ হাজার মতামত পায়। এর বাইরে শিক্ষানীতি সম্পর্কে মতামত নেয়া হয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিভাগ এবং বিভিন্ন অধিদফতর থেকেও মতামত নেয়া হয়। জানা গেছে, মোট ৩৭টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ২৫টিই শিক্ষানীতির ওপর তাদের মতামত ও পর্যবেক্ষণ আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে। এভাবে ব্যাপক পর্যালোচনা শেষে বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষানীতির খসড়া চূড়ান্ত হচ্ছে মন্ত্রিসভার জন্য। সূত্র জানায়, শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে প্রথমেই তিনটি কাজ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এগুলো এসএসসি : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

এসএসসি : দ্বাদশ শ্রেণীর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হচ্ছে, অভিন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন কমিটি, সারাদেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের জন্য কমিশন গঠন এবং শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন। এসব কাজ শিক্ষানীতি সংসদে পাস হওয়ার এক মাসের মধ্যেই গঠন করতে হবে। অন্যথায় ২০১১ সালে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না বলে হুঁশিয়ারিও দেয়া হয়।

আগামী বছর বাস্তবায়ন অতঃপর... : সূত্রমতে, আগামী বছরই নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত দেয়া হবে অভিন্ন পাঠ্যপুস্তক। আগামী বছর যে ব্যাচটি প্রথম শ্রেণীতে পড়বে, ২০১৮ সালে তারা থাকবে অষ্টম শ্রেণীতে। ওই বছর তারা প্রথমবারের মতো দেবে 'প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা'। আর আগামী বছর যারা নবম শ্রেণীতে অভিন্ন পাঠ্যপুস্তক পড়বে তারা ২০১৪ সালে শেষ করবে দ্বাদশ শ্রেণী। ২০১৫ সালের জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারিতে হবে তাদের এসএসসি পরীক্ষা। অর্থাৎ দুই স্তরবিশিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের পথে ২০১৫ এবং ২০১৮ সালে পরীক্ষার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গতা পাবে।

এর আগে ২০১১ সালের প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা যখন ২০১৫ সালে পঞ্চম শ্রেণীতে উঠবে তারা ওই বছর দেবে মধ্যবর্তী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী বা মূল্যায়ন বা পঞ্চম শ্রেণী সমাপনী পরীক্ষা। ওই পর্যন্ত পঞ্চম শ্রেণীতে যে ক'টি পরীক্ষা হবে সেগুলোর নাম হবে 'প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা'। আর ২০১৫ সালের আগে ২০১২ সাল পর্যন্ত দশম শ্রেণী শেষে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার নাম থাকবে এসএসসি পরীক্ষা। অর্থাৎ এ বছর যারা নবম শ্রেণীতে আছে ২০১২ সালে তারাই হবে দশম শ্রেণী শেষকারী সর্বশেষ এসএসসি পরীক্ষার্থী। ২০১৪ সালে এরাই সর্বশেষ এইচএসসি পরীক্ষা দেবে। সে হিসেবে আগামী বছর যারা নবম শ্রেণীতে উঠবে তারা ২০১২ সালের শেষেরদিকে দশম শ্রেণী মূল্যায়ন বা মধ্যবর্তী এসএসসি পরীক্ষা দেবে। এভাবে ধাপে ধাপে দ্বিস্তরবিশিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নের পথে যারা পঞ্চম শ্রেণী এবং দশম শ্রেণীতে মূল্যায়ন পরীক্ষা দেবে তারা স্কুল থেকে সনদ পাবে। মূল্যায়ন পরীক্ষা অভিন্ন প্রশ্নপত্রে বিভাগওয়ারি নেয়ার দিকনির্দেশনা রয়েছে শিক্ষানীতিতে।

অভিন্ন পাঠ্যপুস্তক : পরীক্ষাগুলো এভাবে হবে কেবল অভিন্ন পাঠ্যপুস্তক করার পরই। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আগামী বছরই প্রদান করা হবে অভিন্ন পাঠ্যপুস্তক। এ ক্ষেত্রে দু'ধরনের চিন্তাভাবনার কথা জানা গেছে। ২০১৮ সালে অষ্টম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী এবং ২০১৫ সালের দ্বাদশ শ্রেণীতে এসএসসি পরীক্ষাকে সামনে রেখে যথাক্রমে প্রথম ও নবম শ্রেণীতে স্কুল, মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন ও ইংরেজি মাধ্যমে অভিন্ন পাঠ্যপুস্তক দেয়া হতে পারে। বাকি শ্রেণীতে চলতি বছরের বই-ই দেয়া হবে। তবে আরেকটি সূত্র জানিয়েছে, পরীক্ষা যখনই হোক, অভিন্ন পাঠ্যপুস্তক সব শ্রেণীতেই দেয়া হবে আগামী বছর। কেননা, ২৪টি দক্ষতা অর্জন আর শিক্ষার মাধ্যমে উদার দৃষ্টিভঙ্গি, জাতীয় কৃষ্টি-ঐতিহ্য-ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কে অভিন্ন তথ্য, গণমুখী, সুলভ, সুষম, সার্বজনীন, সুপরিকল্পিত এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের জন্য সব ধারার শিক্ষার্থীকে অভিন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রদানের ব্যাপারটি সরকার গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। এতে বিনামূল্যের বই প্রকাশে খরচও কম হবে।

প্রসঙ্গত, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর উন্নীত হলে সাধারণ স্কুল, মাদ্রাসা এবং কিন্ডারগার্টেনে একই বিষয়ের যেসব পাঠ্যবই পড়াতে হবে তা হচ্ছে— বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ শিক্ষা, প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি, ধর্ম ও নৈতিকতা, কর্মমুখী শিক্ষা এবং সাধারণ বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি। আর নবম শ্রেণী থেকে শুরু হওয়া মাধ্যমিক স্তরে যেসব অভিন্ন বই সব ধারায় পড়াতে হবে তা হচ্ছে— বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ শিক্ষা বা সামাজিক বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি ও সাধারণ গণিত। এ বিষয়গুলো সব ধারার (মাদ্রাসাসহ) পাশাপাশি সব বিভাগে (বিজ্ঞান, মানবিক, বিজনেস স্টাডিজ) পড়ানো হবে। এর বাইরে বিজ্ঞান, মানবিক, বিজনেস স্টাডিজ প্রত্যেক বিভাগ নিজ নিজ চাহিদামতো বিষয় পড়াতে পারবে।

শিক্ষক নিয়োগ কমিশন : অভিন্ন পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে শিক্ষক নিয়োগে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার বিষয়টিও জড়িত। বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজে সরকারিভাবে শিক্ষক নিয়োগ হয়ে থাকে। কিন্তু বেসরকারি কোন প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষক নিয়োগে সরকারের হাত নেই। অথচ সরকার শতভাগ বেতন দিয়ে থাকে। সূত্র জানায়, এ বিষয়টিকে সামনে রেখেই গঠন করা হবে জাতীয় শিক্ষক নিয়োগ কমিশন। এ কমিশনের মাধ্যমে সব ধরনের বেসরকারি স্কুল-মাদ্রাসা এবং কলেজে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। সূত্র জানায়, কমিশন গঠন করা হলে একদিকে মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ হবে, অন্যদিকে নিয়োগপ্রাপ্তরা আর্থিকভাবে লাভবান হবেন।

একাদশ শ্রেণীতে বিনামূল্যে বই : ২০১৩ সালে একাদশ শ্রেণীতে দ্বিস্তরবিশিষ্ট মাধ্যমিক পর্যায়ে যেসব ছাত্রছাত্রী পড়ালেখা করবে, তারা বিনামূল্যে বই পাবে।

রেজিস্ট্রেশনবিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশে রেজিস্ট্রেশনবিহীন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকবে না। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কওমি মাদ্রাসা, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, কিন্ডারগার্টেনসহ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে বাধ্যতামূলকভাবে যথাযথ প্রতিষ্ঠান থেকে রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধন নিতে হবে।

সেক্যুলার শব্দ বাদ : ধর্ম শিক্ষা থাকছে : সূত্র জানায়, শিক্ষানীতি থেকে সেক্যুলার শব্দ বাদ দেয়া হয়েছে। যে সাড়ে ৮ হাজার মতামত এসেছে তার বেশির ভাগই এসেছে ধর্মীয় শিক্ষা এবং সেক্যুলার শব্দের ব্যাপারে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, শিক্ষানীতি কখনোই ধর্মীয় শিক্ষাকে খাটো করেনি। বর্তমানের মতোই নতুন শিক্ষানীতি ধর্মীয় শিক্ষাকে তৃতীয় শ্রেণী থেকে চালু করতে বলেছে। এ ক্ষেত্রে শুধু নাম পরিবর্তন করে 'নৈতিক শিক্ষা' করা হয়েছে। নৈতিক শিক্ষা এ জন্য যে, এতে ধর্মীয় মহামানবদের জীবনী শেখানো হবে। এর মাধ্যমে শিশুদের উৎসাহিত করার চেষ্টা করা হবে।

কোন মন্ত্রণালয় কি বলেছে : যে ২৫টি মন্ত্রণালয় মতামত জানিয়েছে তার মধ্যে গণপাঠাগার কর্মসূচি বাস্তবায়নে শিক্ষা, এলজিআরডি ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলকভাবে খেলার মাঠ রাখা, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মেডিকেল শিক্ষায় ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কোর্স অন্তর্ভুক্ত, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী শিক্ষা সমন্বয়, শ্রম ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সমন্বয়ের পরামর্শ দিয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় পৌনঃপুনিক বাজেট বৃদ্ধির পরামর্শ দেয়। তারা একসঙ্গে বাজেটে চাপ সৃষ্টির ব্যাপারে সতর্কতার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বলে সূত্র জানায়। সূত্র আরও জানায়, সাড়ে ৮ হাজার মতামত আর মন্ত্রণালয়গুলোর সুপারিশ মূল খসড়ার সঙ্গে যাতে সহজেই একীভূত করা যায়, সে লক্ষ্যে সুপারিশগুলো অধ্যায়ওয়ারি সাজিয়ে দিয়েছে।